চৌকাঠ ১১

GILLETTEINTERNATIONAL

জীবনে বহু জায়গায় আমি যেভাবে পৌঁছেছি, ঠিক সেভাবেই এই চৌকাঠগুলোর শেষে পৌঁছেছি।

নিখুঁত কোনও মানচিত্র মেনে নয়।

একটা সুতো ধরে।

কখনও দৃশ্যমান।

কখনও অদৃশ্য।

কখনও এত শক্ত যে আমাকে পথ দেখাতে পারত।

কখনও স্মৃতির মতো সরু।

এই পথে নামার সময় আমি কোনও সাগা বানাচ্ছিলাম না।

কোনও ব্যবস্থা নকশা করছিলাম না।

কোনও চিহ্ন রেখে যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম না।

আমি স্রেফ বোঝার চেষ্টা করছিলাম।

বোঝার চেষ্টা, কেন কিছু মানুষ আমাদের ভিতরে বেঁচে থাকে।

বোঝার চেষ্টা, কেন কিছু অভিজ্ঞতা আমাদের ছেড়ে যায় না।

বোঝার চেষ্টা, কেন কিছু ক্ষত শিক্ষা হয়ে ওঠে।

বোঝার চেষ্টা, কেন সময় অনেক কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু সব নয়।

তুমি যে চৌকাঠগুলো পেরিয়েছ, তার প্রতিটাই এই খোঁজের এক-একটা অংশ বলে।

কোনও তত্ত্ব নয়।

কোনও দর্শন নয়।

একটা খোঁজ।

কারণ জীবন আমাকে কখনও চূড়ান্ত সত্য হাতে দেয়নি।

হাতে দিয়েছে সাক্ষাৎ।

মানুষ।

দায়িত্ব।

ক্ষতি।

ভ্রমণ।

অসুখ।

পুনর্জন্ম।

আর প্রতিটার ভিতর থেকে আমি একটা মানে বের করার চেষ্টা করেছি।

সবসময় পারিনি।

কিন্তু চেষ্টা ছাড়িনি।

বছর গড়ানোর সঙ্গে বুঝলাম, GILLETTEINTERNATIONAL কোনও ব্র্যান্ড থেকে জন্মায়নি।

কোনও কোম্পানি থেকে জন্মায়নি।

এমনকি কোনও পরিবার থেকেও জন্মায়নি।

জন্মেছে একটা প্রশ্ন থেকে।

নিজের পরিচয় না হারিয়ে একটা জীবন কীভাবে যুগ, দেশ, সংস্কৃতি আর মানুষ পেরিয়ে যেতে পারে?

উত্তরটা আমি ফলাফলের মধ্যে পাইনি।

পেয়েছি সম্পর্কের মধ্যে।

কারণ প্রত্যেক মানুষ একটা সংলাপের ফসল।

কেউ একা নিজেকে গড়ে না।

কেউ একা বড় হয় না।

কেউ একা নিজেকে বাঁচায় না।

প্রতিটা পথের পিছনে একটা অদৃশ্য জনতা থাকে।

আর এখানে এসে অবশেষে আমি তাকে স্বীকার করতে চাই।

আমার যাত্রায় যাঁরা চিহ্ন রেখে গেছেন, সেই সব মানুষকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই।

যাঁরা থেকে গেছেন।

আর যাঁরা পথের একটুকরো অংশেই পাশে ছিলেন।

যাঁরা আমাকে শিখিয়েছেন।

আর যাঁরা আমাকে পরীক্ষায় ফেলেছেন।

যাঁরা আমাকে ভালোবেসেছেন।

আর যাঁরা আমাকে বিরোধিতা করেছেন।

যাঁরা আমাকে সুযোগ দিয়েছেন।

আর যাঁরা আমাকে নিজেই সুযোগ তৈরি করতে শিখিয়েছেন।

আমি আমার দাদুকে ধন্যবাদ জানাই।

আমার বাবাকে।

আমার মাকে।

ব্যাখ্যা করার দরকার না পড়েই তাঁরা যা হাতে তুলে দিয়েছেন, তার জন্য।

আমি আমার পরিবারকে ধন্যবাদ জানাই।

কেবল সহজ দিনগুলো নয়, সবচেয়ে বেশি করে কঠিন দিনগুলো আমার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্য।

আমার জীবনের ভিতর দিয়ে যাওয়া নারীদের আমি ধন্যবাদ জানাই।

কী ঘটছে, তা তাঁরা অনেকবার আমার আগেই দেখেছেন।

অনেকবার তাঁরা আমাকে এমন একটা সত্য ফিরিয়ে দিয়েছেন, একা যা আমি দেখতে পেতাম না।

পথে যেসব সহকর্মীর সঙ্গে দেখা হয়েছে, তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

কর্তাদের।

কর্মচারীদের।

শ্রমিকদের।

সহযোগীদের।

ক্রেতাদের।

বন্ধুদের।

অচেনা মানুষদের।

কারণ তাঁরা সবাই, আলাদা আলাদাভাবে, আমাকে কিছু-না-কিছু শিখিয়েছেন।

যেসব দেশ আমাকে গ্রহণ করেছে, তাদের ধন্যবাদ জানাই।

যেসব শহর আমাকে আশ্রয় দিয়েছে।

যেসব সংস্কৃতি আমাকে অন্যরকম দৃষ্টিকোণ দেখিয়েছে।

তারা মনে করিয়ে দিয়েছে, আমাদের বিশ্বাসের চেয়ে পৃথিবী অনেক বড়।

যাঁরা আমার পাশে থেকে কষ্ট পেয়েছেন, তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

কারণ ভাগ করে নেওয়া যন্ত্রণা এমন শিক্ষা দেয়, সাফল্য যা জানে না।

যাঁরা চলে গেছেন, তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাই।

আমি যে মানুষ হয়ে উঠেছি, তা গড়ে তুলতে তাঁদের অনুপস্থিতির অবদান উপস্থিতির চেয়ে কম নয়।

পরীক্ষাগুলোকে ধন্যবাদ জানাই।

পতনগুলোকে।

অসুখগুলোকে।

ব্যর্থতাগুলোকে।

ভয়গুলোকে।

কঠিন রাতগুলোকে।

উত্তরহীন প্রশ্নগুলোকে।

কারণ প্রতিবার কিছু ভেঙেছে, আরও খাঁটি কিছু বেরিয়ে এসেছে।

আজ আমি আর বিশ্বাস করি না যে একটা জীবন মাপা হয় সে কী জয় করল তা দিয়ে।

আমি বিশ্বাস করি, মাপা হয় সে কী হাতে তুলে দিল তা দিয়ে।

অন্যদের মধ্যে সে কী রেখে গেল তা দিয়ে।

সে কী সম্ভব করে তুলল তা দিয়ে।

তার রচয়িতা যখন আর দৃশ্যের কেন্দ্রে নেই, তখনও কী বেঁচে থাকে তা দিয়ে।

আমি যা হয়েছি, তা একটামাত্র সিদ্ধান্তের কৃতিত্ব নয়।

একটামাত্র গুণের কৃতিত্ব নয়।

একটামাত্র মানুষের কৃতিত্ব নয়।

এ হাজারটা অবদানের ফল।

সাক্ষাতের।

ছোট ছোট কাজের।

কথার।

উদাহরণের।

উপস্থিতির।

এই কাজের ওপর আমার নাম আছে।

কিন্তু এটা কেবল আমার নয়।

এটা তাঁদেরও, যাঁরা জেনে বা না জেনে পথে একটা ছাপ রেখে গেছেন।

হয়তো GILLETTEINTERNATIONAL-এর শেষ মানেটা ঠিক এটাই।

কোনও ব্যক্তিগত কাহিনি নয়।

কোনও উদযাপন নয়।

কোনও উপসংহার নয়।

বরং একটা স্বীকৃতি।

এই স্বীকৃতি যে প্রত্যেক মানুষ একটা যৌথ নির্মাণ।

সম্পর্কের যোগফল।

প্রভাবের একটা ভূগোল।

চলমান একটা স্মৃতি।

আর এই পাতাগুলোয় যদি নিজের কিছু পেয়ে থাকো, তবে এই গল্প আর কেবল আমার নয়।

এ খানিকটা তোমারও হয়ে গেছে।

এইজন্যই আমি বিদায় দিয়ে শেষ করছি না।

শেষ করছি কৃতজ্ঞতা দিয়ে।

আমি যা হয়েছি, তা হয়ে উঠতে যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাঁদের সবার জন্য।

যাঁরা আমার পাশে হেঁটেছেন, তাঁদের সবার জন্য।

আর যাঁরা যাত্রাটা চালিয়ে যাবেন, তাঁদের সবার জন্য।